দেশে করোনাভাইরাসে মৃত্যু আরও বাড়ল

করোনাভাইরাসে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন এক হাজার ৪৩ জন।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৮ জনের মৃত্যুতে দেশে মোট মৃত্যু বেড়ে ১২ হাজার ৫৪৯ জন হলো। আর নতুন এক হাজার ৪৩ জন শনাক্তসহ এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭ লাখ ৯৭ হাজার ৩৮৬ জনে।

গত ২৪ ঘণ্টায় ১৩ হাজার ১৮৪টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পরীক্ষার অনুপাতে শনাক্তের হার ৭ দশমিক ৯১ শতাংশ।

মেহেরপুরে আরো ২ জনের করোনা শনাক্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ২ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, শুক্রবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ল্যাব থেকে আরও ২২ জনের সোয়াবের রিপোর্ট আসে। এর মধ্যে ৪ জনের পজিটিভ রিপোর্ট আসে। আক্রান্তদের মধ্যে গাংনী উপজেলার ১ জন ও অপর জন মুজিবনগর উপজেলার । এ নিয়ে জেলায় বর্তমানে আক্রান্তের সংখ্যা ৪৫ জন। এদের মধ্যে সদর উপজেলার ১২ জন, গাংনী উপজেলার ২৪ জন ও মুজিবনগর উপজেলার ৯ জন রয়েছে।। এর মধ্যে সুস্থ্য হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৮৫৫ জন এবং মুত্যুবরণ করেছেন সংখ্যা ২২ জন।

গত ২৪ ঘন্টায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা ৯ জনের মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জের পর এবার রাজশাহী হয়ে উঠেছে করোনার হটস্পট। করোনা পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে। গত ২৪ ঘন্টায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শনাক্ত ও উপসর্গ নিয়ে আরও ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এদের মধ্যে চারজন করোনা পজিটিভ ছিলেন। বাকি পাঁচজন উপসর্গ নিয়ে রামেক হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন।

মৃতদের মধ্যে চারজন চাঁপাইনবাবগঞ্জের, তিনজন রাজশাহীর, একজন নাটোর ও একজন কুষ্টিয়া জেলার বাসিন্দা।

বর্তমানে রাজশাহী মেডিকেলে ১৭৭ জন করোনা রোগী চিকিৎসাধীন। এদের মধ্যে ১৩ জন আছেন আইসিইউতে।

এর আগে গত বুধবার চাঁপাইনবাবগঞ্জের চারজন মারা যান। গত সোমবার রাজশাহী মেডিকেলে একদিনে সর্বাধিক ১০ জনের মৃত্যু হয়।

এ নিয়ে গত এক সপ্তাহে রাজশাহী মেডিকেলে শনাক্ত ও উপসর্গ নিয়ে ৪৬ জনের মৃত্যু হলো।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক ডা. সাইফুল ফেরদৌস।

দেশে করোনায় মৃত্যু বাড়ল

দেশে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে। গত ২৪ ঘণ্টা ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃত্যু বেড়ে ১২ হাজার ৫১১ জনে দাঁড়িয়েছে।

শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এ ছাড়া নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছেন ১ হাজার ৩৫৮ জন। এ নিয়ে মোট করোনা রোগী শনাক্তের সংখ্যা হলো ৭ লাখ ৯৬ হাজার ৩৪৩ জনে।

দর্শনা বন্দরে ১১ দিনে ১১ করোনা পজেটিভ:মিলতে পারে ভারতীয় ভেরীয়েন্ট

আহসান হাবীব মামুন/ ফরহাদ হোসেন, দর্শনা

দর্শনা বন্দর দিয়ে গত আট দিনে ভারত থেকে ফিরলেন ৬৯৩ জন বাংলাদেশী পাসপোর্টধারী যাত্রী। যারা দেশের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার দেশে ফিরেছেন ১২ জন। এর মধ্যে একজন নারীসহ করোনা পজিটিভ ১১ জন। করোনা সনাক্ত হওয়ায় তাদেরকে চুয়াডাঙ্গা করোনা বিশেষায়িত হাসপাতালে রাখা হয়েছে। বাকীদের ১৪ দিনের কোয়ারান্টাইনে রাখা হয়েছে।

বন্দরে র্যাপিড এন্টিজেন টেস্টে করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এছাড়াও তাদের পিসিআর এর জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। এর জন্য বন্দরে ছয় সদস্যের মেডিক্যাল টিম কাজ করছে।

এদিকে ৯ জন পজিটিভ রোগীর নমুনা আইইডিসিআর এ পাঠানো হয়েছে ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট শনাক্তের জন্য । এদের মধ্যে ৩ জনের নমুনা জিনোম সিকোয়েন্স করার জন্য আইইডিসিআর পরীক্ষাগারে রেখেছে বলে স্বাস্থ্য বিভাগের বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে। এই ৩ জনের নমুনায়

ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট থাকতে পরে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডাঃ এসএসএম মারুফ হাসান জানান, চুড়ান্ত ফলাফল আসলেই জানা যাবে তাদের শরীরে ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট আছে কিনা?

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা চেকপোস্ট দিয়ে গত ১৭ এপ্রিল থেকে ভারতে আটকে পড়া বাংলাদেশী পাসপোর্টধারী যাত্রী আসতে শুরু করে। এসব যাত্রীদের জন্য প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত ইমিগ্রেশনের সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে দুদেশেই।

এ ছাড়াও যারা গুরুত্বর রোগী যেমন ক্যান্সার, হার্ট এবং অন্যান্য অপারেশন করতে ভারতে গিয়েছিলেন তাদের হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে। সেখানে তারা চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন।

বাংলাদেশের কলকাতা দূতাবাস থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট যাদেরকে দেয়া হয়েছে তারা যেকোন দিন দর্শনা বন্দর চেকপোস্ট দিয়ে ফিরতে পারবেন। এখন পর্যন্ত সর্বশেষ ৭৯৯ জনের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট এসেছে বাংলাদেশ ইমিগ্রেশনের হাতে।

এসব বাংলাদেশীদের ফিরে আসতে দর্শনা বন্দর দিয়ে ফিরে আসতে জেলা প্রশাসন থেকে সবধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সাত সদস্যের কমিটি করা হয়েছে। বন্দরে চারজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসনের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা সার্বক্ষনিক বন্দরে কাজ করছেন। এ ছাড়াও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকতারাও কাজ করছেন। ভারত ফেরত যাত্রীদের জেলা প্রশাসনে ব্যবস্থাপনায় বাস, মাইক্রোবাস ও এ্যাম্বুলেন্সে করে পুলিশ প্রহরায় কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে নেয়া হচ্ছে।

বন্দরে যাত্রীরা পৌছুঁলে প্রত্যককে পানির বোতল, কেক বিস্কুট নাস্তা দেয়া হচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারের নির্দেশে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন যাত্রীদের জন্য এ নাস্তার ব্যবস্থা করেছে। প্রত্যেক যাত্রীর কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা নিয়ে জেলা প্রশাসন ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে তিন বেলা খাবারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। জেলা শহরের মান সম্পন্ন হোটেল থেকে এসব খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে।

এদিকে কোয়ারেন্টাইনে সেন্টারে নিম্নমানের খাবার সরবরাহের অভিযোগে বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গা শহরের হোটেল মেহমান সিলগালা করে দিয়েছে জেলা প্রশাসন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, ভারত থেকে যারা ফিরছেন তারা এদেশের নাগরিক। এ জেলার মেহমান। তাদের ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে থাকা-খাওয়ার সাথে চুয়াডাঙ্গা জেলার সম্মান জড়িয়ে আছে। সুতারাং কোন প্রকার ক্রুটি হলে বরদাশত করা হবে না।

চুয়াডাঙ্গা নার্সিং ইন্সিটিটিউট, যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষন কেন্দ্র, টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার এবং পিটিআই সরকারিভাবে কোয়ান্টোইন সেন্টার করা হয়েছে। এগুলোতে জায়গার সংকুলান না হওয়ায় এখন পাশর্^বর্তী জেলা মেহেরপুর , কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহে পাঠানো হচ্ছে। তাছাড়াও এইসব জেলা শহরগুলোর মানসম্পন্ন আবাসিক হোটেলসমূহ কোয়ারেন্টাইন সেন্টার হিসেবে রাখা হয়েছে। যেখানে যাত্রীরা নিজ খরচে থাকতে পারবেন।

মেহেরপুরে গত ১০দিনে আক্রান্ত ৫৯ জন

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বেড়েই চলেছে। গত ১০ দিনে নতুন করে ৫৯ জন আক্রান্ত হওয়ায় আতঙ্ক শুরু হয়েছে। এর মধ্যে করোনা আক্রান্ত এক বৃদ্ধা মারা গেছেন।

তবে স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে ঈদের ছুটিতে বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ আসায় মাইগ্রেন্ট এর কারণে করোনা কিছুটা বেড়েছে।
জেলা সিভিল সার্জন অফিস থেকে জানা গেছে, গত ১৪ মার্চ থেকে গত ২৫ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলায় ২২১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। গত ১০ দিন অর্থাৎ ১৬ মে থেকে ২৫ মে পর্যন্ত আক্রান্ত সর্বোচ্চ ৫৯ জন।

এর মধ্যে ১৬ মে ৪জন, ১৭ মে ৭ জন, ১৮ মে ৩ জন, ১৯ মে ৫ জন, ২০ মে ৬ জন, ২১ মে ৪ জন, ২২ মে ৪ জন, ২৩ মে ১৪ জন,২৪ মে ৬ জন এবং ২৫ মে ৬ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, ঈদের সময় বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ মেহেরপুরে আসায় কিছুটা আক্রান্তের হার বেড়েছে। এদের অধিকাংশ মাইগ্রেন্ট। তবে জেলা স্বাস্থ্যবিভাগ সব

সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য মানুষজনকে সতর্ক করে আসছে।

দেশে করোনায় মৃত্যু ও শনাক্ত কমেছে

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় মৃত্যু কমেছে। নতুন করে ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মহামারিতে দেশে ১২ হাজার ৪৫৮ জনের মৃত্যু হলো।

বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, নতুন করে ১৪৯৭ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে গত একদিনে। এ নিয়ে সংক্রমণ বেড়ে দাঁড়াল ৭ লাখ ৯৩ হাজার ৬৯৩ জনে।

ভারতে ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪১৫৭ মৃত্যু

কোভিড ১৯-এর দ্বিতীয় ঢেউয়ে বিধ্বস্ত ভারত। মাঝে কিছু দিন করোনায় মৃত্যু কমলেও আবারও বেড়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে চার হাজার ১৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে প্রাণহানি তিন লাখ ২২ হাজারের মাইলফলক ছাড়িয়ে গেছে।

বুধবার ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন দেশটির নির্ভরযোগ্য গণমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া ও এনডিটিভি।

এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে

আক্রান্ত হয়েছে দুই লাখ আট হাজার।

একদিন আগেই দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ছিল এক লাখ ৯৬ হাজার। একই সময়ে তিন হাজার ৫১১ জনের মৃত্যু হয়েছিল। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে সবচেয়ে বেশি মানুষের করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

এই সময়ের মধ্যে ২২ লাখ ১৭ হাজার ৩২০ জনের দেহে করোনা পরীক্ষা হয়েছে, যা সর্বোচ্চ টেস্ট।

তবে গত কয়েক দিন ধরে সংক্রমণ কম হওয়ায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে। বুধবার তা ২৫ লাখের নিচে নেমেছে।

করোনা সংক্রমণে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু ও উত্তরপ্রদেশ। দেশের অধিকাংশ রাজ্যে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আসায় দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা কমেছে। উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, ঝাড়খণ্ড, বিহার, ছত্তীশগড়, রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানার মতো রাজ্যগুলোতে আক্রান্ত কমেছে উল্লেখযোগ্য হারে।

মেহেরপুরে নতুন ৬ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ৬ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় বর্তমানে মোট করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়াল ৫৬ জনে।
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন ডা. মোঃ নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আক্রান্তরা হলেন গাংনী উপজেলার ৩ জন ও মুজিবনগর উপজেলার ৩ জন।
সিভিল সার্জন জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ল্যাব থেকে আরও ২৮ জনের রিপোর্ট আসে। এর মধ্যে ৬ জনের পজিটিভ রিপোর্ট। এ নিয়ে জেলায় বর্তমানে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৬ জন। এদের মধ্যে সদর উপজেলার ২৩ জন, গাংনী উপজেলার ২২ জন ও

মুজিবনগর উপজেলার ১১ জন রয়েছে।

মেহেরপুরের পিরোজপুরে কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর পিরোজপুরে হঠাৎ পাড়ায় ওয়েব ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কোভিড-১৯ ও পরিষ্কার পরিছন্নতা বিষয়ক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।গতকাল সোমবার সকালে এ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাই কোভিভ-১৯ সংক্রমনের ভয়াবহতা ও সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাস্ক পরিধান ও ব্যক্তিগত ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য বারবার হাত ধোয়ার উপর গুরুত্ব দিতে বলেন।

উঠান বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের এরিয়া ম্যানেজার আমিরুল ইসলাম, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার নাহিদ ফাতেমা,প্রোগ্রাম অফিসার আবু সুলাইমান, ইউনিট ম্যানেজার তারিক কাজী ইমরান, ও ফিল্ড অফিসার শামীমা খান।
সভাই তাদের পরিবারের সদস্যরা কোভিড-১৯ সংক্রমণের ভয়াবহতা ও সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দেন।

আলোচনা শেষে লিফলেট সাবান ও মাস্ক বিতরণ করা হয়। অ্যাকসেস প্রকল্প বাস্তবায়নে ওয়াটার ওআরজি আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়।